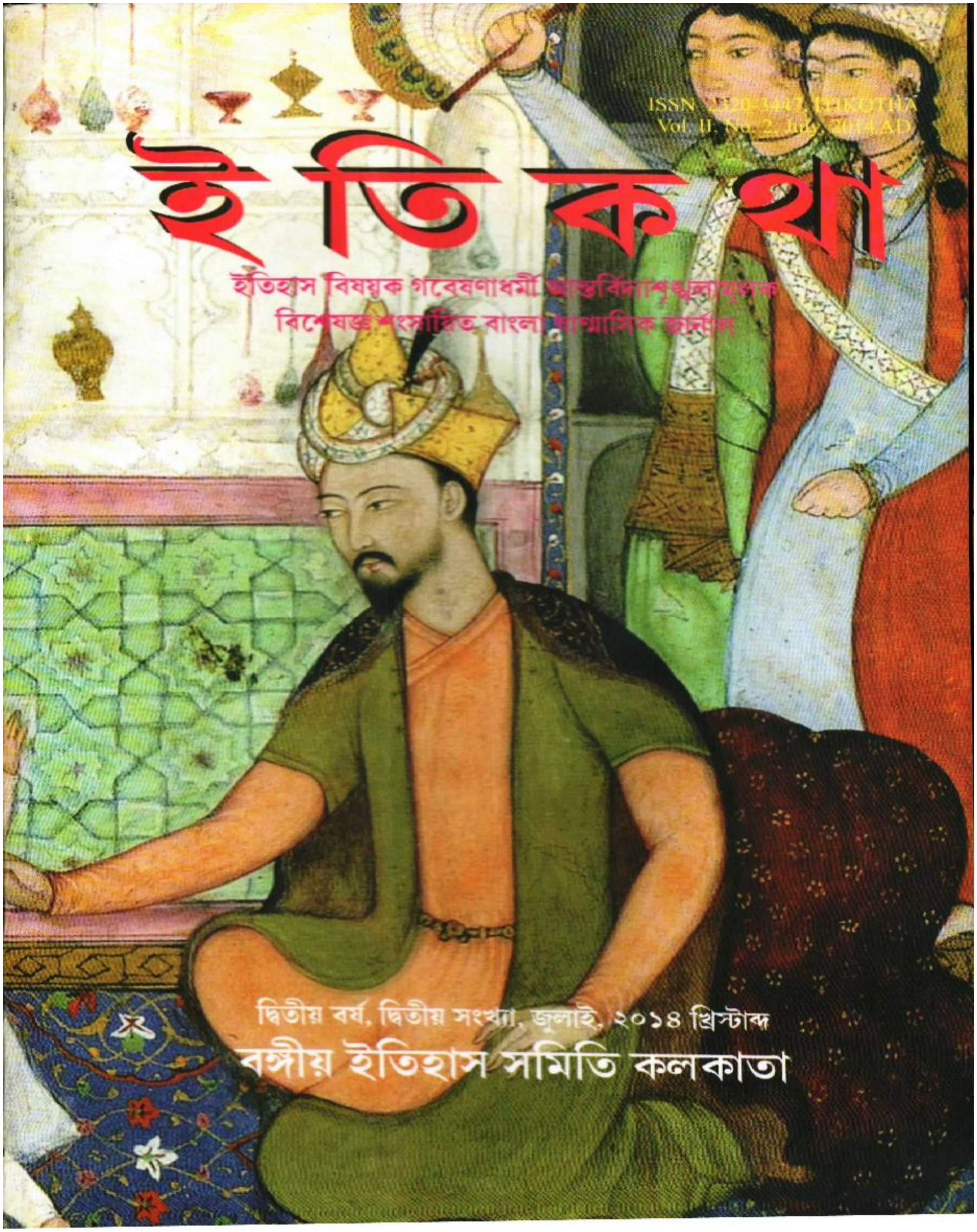

Vol. II, No. 2, July 2014 AD
ইতিকথা
ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক
দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা

# ইতিকথা

ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক
বিশেষজ্ঞ শংসায়িত বাংলা ষাণ্মাসিক জার্নাল

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

**সম্পাদকমণ্ডলী**

ড. সৌমিত্র শ্রীমানী (মুখ্য সম্পাদক)

প্রফেসর নির্বাণ বসু

প্রফেসর সনৎকুমার নস্কর

ড. সুচন্দ্রা ঘোষ

প্রফেসর অমিত দে

ইতিকথা
ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক বিশেষজ্ঞ পর্যালোচিত বাংলা ষাণ্মাসিক জার্নাল
ISSN 2320-3447 *Itikotha* (Print)
Vol. II, No. 2, July 2014 AD

**সম্পাদকীয়** ৯

**স্মরণালেখ্য**

**বিপান চন্দ্র : জাতীয়তাবাদী ধারার অগ্রগণ্য ঐতিহাসিক** ১১
শুভাশিস ঘোষ

**সকল ভুবন যবে কাঁপে... অধ্যাপক সালাহউদ্দিন আহমেদ** ১৮
উত্তরা চক্রবর্তী

**বিশেষ প্রবন্ধ**

**পরিষৎ-সারথি রামেন্দ্রসুন্দর** ২৭
অভ্র ঘোষ

**প্রবন্ধ**

**ইতিহাসে সন্ত্রাস** ৩৬
সিদ্ধার্থ গুহ রায়

**আদি মধ্যযুগীয় কান্দী মহকুমা : একটি প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ** ৪৫
বিজন মণ্ডল ও পম্পা বিশ্বাস

**বাংলায় প্রথম মুসলমান আগমনের কাল নির্ণয়** ৬১
জাহিরুল হাসান

**শূন্যপুরাণ** ৮০
আনন্দ ভট্টাচার্য

**ধারাবাহিক প্রবন্ধ**

**অষ্টাদশ শতকে ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং অর্থনীতির রূপরেখা : একটি বিতর্ক** ৯১
বিনয়ভূষণ চৌধুরী

**প্রবন্ধ**

**কলকাতার সঙ : একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয় নির্মাণের ইতিবৃত্ত** ১৩৩
রজতকান্তি সুর

**দেশ বিভাজনের তিনকুড়ি সাত বছর : ব্যক্তি থেকে সমাজ** ১৫২
আনন্দগোপাল ঘোষ

**ডুয়ার্স : চা-শিল্প ও দাস শ্রমিক** ১৮৩
ময়ূখ বিশ্বাস

**জার্মানিতে ভারতীয়দের রাজনৈতিক কার্যকলাপ ১৯১৪-৪৫** ২০৪
বেঞ্জামিন জাকারিয়া

**গ্রন্থ সমালোচনা**

**অত্যাধুনিক শহর মুম্বাই ও তার ব্যাধি** ২২৫
সৌমিত্র শ্রীমানী

*ইতিকথা*, বর্ষ ২, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৪ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ১১-১৭
www.bangiyaitihassamiti.wordpress.com

**স্মরণালেখ্য**

# বিপান চন্দ্র : জাতীয়তাবাদী ধারার অগ্রগণ্য ঐতিহাসিক

## (২৭ মে ১৯২৮–৩০ অগাস্ট ২০১৪)

শুভাশিস ঘোষ*

(প্রাপ্ত : ১০ অক্টোবর ২০১৪ খ্রি.)

স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে, আধুনিক ভারত-সংক্রান্ত ইতিহাস-চর্চার অন্যতম অগ্রগণ্য বিদ্বৎজন ছিলেন বিপান চন্দ্র। শুধু বিদগ্ধ পণ্ডিতমহলে নয়, 'জনপ্রিয়' ইতিহাস আগ্রহীদের কাছেও তিনি ছিলেন সমান আদৃত। প্রয়াত অধ্যাপক চন্দ্রের জন্ম ১৯২৮-র ২৭ মে, ব্রিটিশ ভারতের পাঞ্জাবের (বর্তমান হিমাচল প্রদেশ) কাংড়ায়। প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা আর্যসমাজ বিদ্যালয়ে। বিপান পরবর্তী সময়ে জানিয়েছিলেন, এই পর্যায়ে হিন্দু মৌলবাদী ভাবনা তাঁর মধ্যে শিকড় নামিয়েছিল। আর এই শিকড় উপড়োতে বিপানের অনেক সময় লেগে গিয়েছিল। কিছুটা সময় তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবী হিসেবেও কাজ করেছিলেন। অধ্যাপক চন্দ্রের উচ্চশিক্ষা প্রথমে লাহোরের ক্রিশ্চিয়ান কলেজ ও পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি পান দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, অধ্যাপক বিশ্বেশ্বর প্রসাদের পর্যবেক্ষণে। বিপানের অধ্যাপনা জীবনের সূত্রপাত দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু কলেজে। এরপর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ) তৈরি হলে তিনি সেখানে চলে আসেন। ততদিনে বিপান ঘোষিত মার্কসবাদী। ছাত্রছাত্রীদের অত্যন্ত প্রিয় মাস্টারমশাই, পরিচিত ছিলেন খোলামেলা মতপ্রকাশের জন্য। অধ্যাপক চন্দ্রের ঘনিষ্ঠ ছাত্র, স্বনামধন্য ইতিহাসবিদ আদিত্য মুখোপাধ্যায় স্যারের বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানিয়ে বেমালুম ভুলে যাওয়ার স্মৃতিচারণ

---

* অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ড. কানাইলাল ভট্টাচার্য কলেজ, হাওড়া।
e-mail : bangiyaitihassamiti@gmail.com

*ইতিকথা, বর্ষ ২, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৪ খ্রি.* (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ১৮-২৬
www.bangiyaitihassamiti.wordpress.com

**স্মরণালেখ্য**

# সকল ভুবন যবে কাঁপে... অধ্যাপক সালাহউদ্দিন আহমেদ
## (২১ সেপ্টেম্বর ১৯২৪–১৯ অক্টোবর ২০১৪)

**উত্তরা চক্রবর্তী***

*(প্রাপ্ত : ৩০ অক্টোবর ২০১৪ খ্রি.)*

নব্বই-এর রাজরথে সমাসীন ছিলেন অধ্যাপক সালাহউদ্দিন আহমেদ। আমরা ভেবেছিলাম উনি থাকবেন আরও অনেকদিন, থাকুন অনেকদিন। চেয়েছিলাম তিনি পৌঁছে যাবেন রাজকীয় শতকে। বুঝিনি রথ তাঁকে নিয়ে যাবে অমোঘ অজানা ঠিকানায়। মৃত্যু, যা নিশ্চিত জীবনে তা কী করে ভুলে গিয়েছিলাম। মৃত্যুর আঘাত তাই এল গভীর বেদনায়। অথচ কী প্রাণময় ছিলেন। জীবনের নিমেষগুলি ভরে রেখেছিলেন ফলে, ফুলে, কাজে, ভাবনায়; প্রাণের রসধারায় সঞ্চিত হয়েছিল তাঁর কর্ম ব্যাপ্তি। প্রতিক্ষণ বেঁচে থাকার আনন্দে ভরিয়ে রেখেছিলেন নিজেকে এবং সর্বজন বন্ধুদেরও। তাঁর মননের, তাঁর চিন্তার, এবং অবশ্যই তাঁর লেখালেখি ও কাজের অংশীদার করেছেন সকলকে। তাঁর মনে হয়েছিল বড় কাজে একাকী এগিয়ে যাওয়া যায় না। সহমর্মী আত্মীয়স্বজনবন্ধুর পূর্ণ সহযোগিতা আবশ্যক। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে নিরন্তর লেখালেখি, বক্তৃতা, আলোচনায় কোনো ক্লান্তি ছিল না তাঁর।

ইদানীং এক গভীর বেদনাদায়ক চিন্তা তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। চারদিকের নানাভাবে সাম্প্রদায়িক বিভেদ, বিচ্ছিন্নতা, মৌলবাদী বিদ্বেষ গ্রাস করছে তাঁর স্বদেশ, প্রতিবেশী দেশগুলি, গোটা পৃথিবীকে। এই পরিস্থিতি বদলানো প্রয়োজন। এখনও পৃথিবীতে, স্বদেশে, বিদেশে বহু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আছেন। অধ্যাপক সালাহউদ্দিন মনে করতেন এই সব মানুষেরা তাঁদের একত্র প্রচেষ্টায় বিচ্ছিন্নতাবাদ ও

---

* অধ্যাপক (অব.), বেথুন কলেজ, কলকাতা।
e-mail : uttarauttara@rediffmail.com
sonanttara@gmail.com

*ইতিকথা, বর্ষ ২, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৪ খ্রি.* (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ২৭-৩৫
www.bangiyaitihassamiti.wordpress.com

**বিশেষ নিবন্ধ**

# পরিষৎ-সারথি রামেন্দ্রসুন্দর

## অভ্র ঘোষ*

(*প্রাপ্ত : ১৭ জুন ২০১৪ খ্রি.*)

### সারসংক্ষেপ

সার্ধশতবর্ষপূর্তি হল রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর। এই রচনাটি তারই অনুষঙ্গে শ্রদ্ধার্ঘস্বরূপ। রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন বিজ্ঞানের অধ্যাপক, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার পথপ্রদর্শক, সুলেখক এবং বাংলা ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে অগ্রণী চিন্তক। তাঁর আর-এক বড় পরিচয় যে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর অন্যতম নির্মাতা। বিশ শতকের সূচনায় বাঙালির আত্মানুসন্ধান ও আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে সাহিত্য পরিষৎ এক মহান ভূমিকা পালন করেছে। বাঙালির জাতীয়তাবাদের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। আর এই প্রতিষ্ঠানের নির্মাণপর্বে রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন অন্যতম প্রধান সংগঠক। এই কাজে ব্রতী হবার কালে তাঁর সতীর্থ সহায়ক শক্তি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রধানত তাঁরই পরামর্শে রামেন্দ্রসুন্দর সমগ্র বঙ্গদেশে জাতীয় চেতনা ছড়িয়ে দেবার জন্য, আত্মগঠনের জন্য, আত্মশক্তি উদ্‌বোধনের জন্য বা আত্মানুসন্ধানের জন্য গড়ে তুলেছিলেন সাহিত্য সম্মিলন। বাংলা ভাষাচর্চা, ব্যাকরণচর্চা থেকে শুরু করে দেশের সংস্কৃতির বিবিধ উপকরণ, ছড়িয়ে থাকা ইতিহাসের উপাদান ইত্যাদি সংগ্রহের দায়িত্ব নিয়েছিল সাহিত্য পরিষৎ। রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন তার প্রথম যুগের নেতা। সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের নির্মাতা হিসেবে তাঁর যে-পরিচয় তারই সামান্য পরিচয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই রচনাটিতে। প্রসঙ্গক্রমে ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে জাতীয়তা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তার ঈষৎ ফারাকের কথাও।

---

* অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর (অবসৃত), প্রেসিডেন্সী কলেজ।
e-mail : abhra.kpg@gmail.com

*ইতিকথা, বর্ষ ২, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৪ খ্রি.* (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ৩৬-৪৪
www.bangiyaitihassamiti.wordpress.com

**প্রবন্ধ**

# ইতিহাসে সন্ত্রাস

সিদ্ধার্থ গুহ রায়*

*(প্রাপ্ত : ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ খ্রি.)*

**সারসংক্ষেপ**

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত অষ্টম শ্রেণির ইতিহাস বইতে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী প্রভৃতি দেশভক্তদের 'বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী' বলায় এক বিতর্কের ঝড় উঠেছে। 'বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ' শব্দগুলি নতুন নয় বরং বহু খ্যাতনামা ঐতিহাসিক তাঁদের ধ্রুপদি গ্রন্থসমূহে এ বিষয়ে এই শব্দযুগল ব্যবহার করেই লিখেছেন। উপরন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে বিপ্লব ও বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের যেমন উজ্জ্বল কিছু বিবরণ আছে তেমনি আছে আমাদের সমসাময়িককালে তার প্রয়োগের মধ্যে নানা মত। সুতরাং ইতিহাসের প্রেক্ষিত বোঝাই সব থেকে জরুরি।

**সূচকশব্দ**

সন্ত্রাস, বিপ্লব, সন্ত্রাসবাদী, রাষ্ট্রীয়, ঐতিহাসিক।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অষ্টম শ্রেণির ইতিহাস বইতে ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী প্রমুখ বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীকে 'বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী' বলায় বিতর্ক তীব্র রূপ নিয়েছে। কিছু টেলিভিশন চ্যানেলে সংবাদটি যে ভাবে পরিবেশিত হয়েছে, তাতে মনে হয়েছে বিষয়টি ঐতিহাসিক বিতর্কের ক্ষেত্র অতিক্রম করে রাজনৈতিক বিতর্কের পরিসরে চলে এসেছে। প্রথমেই বলে রাখি বিষয়টি সম্পূর্ণ সারস্বত, এখানে রাজনৈতিক

* অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, বিবেকানন্দ কলেজ।
e-mail : bangiyaitihassamiti@gmail.com

*ইতিকথা, বর্ষ ২, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৪ খ্রি.* (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ৪৫-৬০
www.bangiyaitihassamiti.wordpress.com

**প্রবন্ধ**

# আদি মধ্যযুগীয় কান্দী মহকুমা : একটি প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

বিজন মণ্ডল ও পম্পা বিশ্বাস*

*(প্রাপ্ত : ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ খ্রি., মানোন্নীত : ৩০ মার্চ ২০১৪ খ্রি.)*

**সারসংক্ষেপ**

আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রাচীন রাঢ়বঙ্গ বহুকাল হতেই গবেষকদের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচ্য বিষয়। পূর্বের গবেষণার ক্ষেত্রে রাঢ়ের অন্তর্গত বর্ধমান বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, হাওড়া, হুগলি জেলাগুলি আলোচনার মুখ্য বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। আদি মধ্যযুগীয় পর্বের মুর্শিদাবাদের ইতিহাস পুনর্গঠন ছিল যথেষ্টই উপেক্ষিত। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কান্দী মহকুমা হল অতীতের উত্তর রাঢ়ের অন্তর্গত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বর্তমান প্রবন্ধটি তারই বিভিন্ন প্রত্নবস্তুর ওপর আলোকপাত করার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র।

**সূচকশব্দ**

আদি-মধ্যযুগ, প্রত্নবস্তু, রাঢ়, কঙ্কগ্রামভুক্তি

সাম্প্রতিককালে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে যে সকল নতুন ধারা লক্ষ করা যায় তার মধ্যে স্থানীয় বা আঞ্চলিক ধারা আজ মূল কাণ্ড থেকে ব্যাপ্তি লাভ করেছে শাখাপ্রশাখায়। এটি দৃষ্টি সংকোচনের নির্দেশিকা নয় বরং এর মধ্যে নিহিত আছে দৃষ্টি

* ইউ.জি.সি রিসার্চ ফেলো, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail : bijanmondal101@gmail.com
bristy.archaeology@gmail.com

ইতিকথা, বর্ষ ২, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৪ খ্রি. (ISSN 2320-3447 Itikatha) পৃ. ৬১-৭৯

# বাংলায় প্রথম মুসলমান আগমনের কাল নির্ণয়

জহিরুল হাসান*

(প্রাপ্ত : ৩ জানুয়ারি ২০১৪ খ্রি., সংশোধিত : ২৪ অগাস্ট ২০১৪ খ্রি.)


### সারসংক্ষেপ

কোনো কোনো ঐতিহাসিক এই মত প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী যে বাংলায় ইসলামের আগমন ও প্রতিষ্ঠা ত্রয়োদশ শতকের বহু পূর্বে। সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে তাঁরা বাংলার সঙ্গে বিশেষত, চট্টগ্রামের সঙ্গে আরব বণিকদের দীর্ঘকাল ধরে চলা এক নৌবাণিজ্যের উল্লেখ পেশ করেন। কিছু ক্ষেত্রে সমকালীন আরবি ও ফারসি ভাষায় রচিত পুথিকেও প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করার প্রবণতা আছে। কিন্তু গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় যে, বাণিজ্যের ইতিহাস থাকলেও চট্টগ্রামে স্থায়ী আরব বসতি বা বাংলার নানা স্থানে সুফিদের আনাগোনা ত্রয়োদশ শতকের খুব বেশি পূর্বে ঘটতে দেখা যায়নি। তাই বখতিয়ার খলজির বঙ্গবিজয়ের তত্ত্বকেই আমাদের অভেদ্য বলে স্বীকার করতে হবে।



### সূচকশব্দ

মুসলমান, সুফি, আরব, আরবি, চট্টগ্রাম, জাহাজ, বাণিজ্য, সুলতানি।


দুই বাংলারই শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস, বাংলায় ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটিয়েছেন বাইরে থেকে আসা সুফিরা এবং বখতিয়ার খলজির অনেক আগেই তারা এদেশে আসা শুরু করেছিলেন। ব্যাপারটা যদি শুধু বিশ্বাসের স্তরেই সীমিত থাকত, তা হলে এ নিয়ে ঘাটাঘাটি না করলেও চলত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং পেশাজীবী পণ্ডিতেরাও যখন একই কথা বলেন তখন আর এড়িয়ে

* অবসরপ্রাপ্ত আমলা।
e-mail : zahirulhasan@gmail.com

*ইতিকথা*, বর্ষ ২, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৪ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ৮০-৯০
www.bangiyaitihassamiti.wordpress.com

প্রবন্ধ

# শূন্যপুরাণ

আনন্দ ভট্টাচার্য*

(*প্রাপ্ত : ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ খ্রি.*)

## সারসংক্ষেপ

রামাই পণ্ডিত বিরচিত শূন্যপুরাণ-এর একাধিক সংস্করণ আমাদের চোখে পড়ে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় থেকে শুরু করে ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত যে সকল ভূমিকার সন্ধান পাওয়া যায় তা থেকে একথা বলতে দ্বিধা নেই যে বিষ্ণুপুরের কাছাকাছি ময়নাপুর গ্রাম ছিল রামাই পণ্ডিতের কর্মস্থল। শূন্যপুরাণ থেকে ধর্মপূজার চারজন প্রধান পুরোহিতের কথা জানা যায় যার মধ্যে রামাই পণ্ডিত একজন। রামাই জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। রামাই পণ্ডিতের বংশোদ্ভূত ব্যক্তিরাই তাবধারণের অধিকারী ও পণ্ডিত হওয়ার যোগ্য। রামাই পণ্ডিতের নামের অন্তরালে একাধিক কবির রচনা লুকিয়ে আছে।

## সূচকশব্দ

সৃষ্টিপত্তন, ধর্মমঙ্গল, ধর্মঠাকুর।

শূন্যপুরাণ সম্পাদনায় প্রাথমিক কর্তব্য ও দায়িত্ব হল গ্রন্থকারের পরিচয় সম্বন্ধে পাঠককে অবহিত করা। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে অনুসরণ করে একথা বলা আবশ্যক, 'ধর্ম্মঠাকুরের পুথি পড়িতে গেলেই একজনের নাম সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার নাম রামাই পণ্ডিত।' তাঁকে ধর্মপূজার আদিগুরু বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে।[১] হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে অনুসরণ করে দীনেশচন্দ্র সেন বলছেন, 'বঙ্গের

---

* সহ-অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগার।
e-mail : ananda.bhattacharyya@gmail.com

*ইতিকথা*, বর্ষ ২, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৪ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ৯১-১৩২
www.bangiyaitihassamiti.wordpress.com

ধারাবাহিক প্রবন্ধ

# অষ্টাদশ শতকে ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং অর্থনীতির রূপরেখা : একটি বিতর্ক

বিনয়ভূষণ চৌধুরী*

(৪.খ)

সংস্কারবাদীদের একটি বিশেষ বক্তব্য হল মুঘল কেন্দ্রীয় শক্তির অবক্ষয়ের ফলে অর্থব্যবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি কোনো ক্ষতি তো হয়ই নি বরং তার বিকাশ ঘটেছে। এবার আমরা তার যৌক্তিকতা বিচার করব।

প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে সমকালীন পরিসংখ্যানের অপ্রতুলতা এবং বহুক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে অর্থনীতির যথাযথ রূপরেখা নির্ণয় করা কঠিন। আন্দ্রে উইংকও তা স্বীকার করেছেন। সেই কারণেই তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে তিনি নতুন কোনো অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানগত তথ্য দিতে আগ্রহী নন। তাঁর মতে শুধু ভারতেই নয় পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই বিজয়ী রাজশক্তি এবং বিপ্লবীরা যেসব তথ্য রেখে গেছে সেগুলি গুণগতভাবে বেশ নিম্নমানের এবং অর্থনীতির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী। আবার বহু ক্ষেত্রে তারা রাষ্ট্রশক্তির অন্যান্য বিষয় (যথা সামাজিক, ধর্মীয়, বিচার-বিভাগীয়) সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে সমস্যার সৃষ্টি করেছে।[৯৬] তিনি অবশ্য স্থানীয় ব্রিটিশ আধিকারিকদের প্রতিবেদনের সত্যতা সম্পর্কে একেবারেই সন্দিহান নন। (তাঁর মতে 'ওই সব বিবরণী অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে মারাঠা শাসনাধীন গ্রামগুলিতে কৃষির বিস্তার ও সমৃদ্ধির কথা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে।')[৯৭] মোটের ওপর তিনি পরিমাণগত কোনো

* প্রফেসর (অব.), ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাক্তন সাধারণ সভাপতি, ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস।
e-mail : bbchaudhuri@gmail.com

*ইতিকথা, বর্ষ ২, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৪ খ্রি.* (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ১৩৩-১৫১
www.bangiyaitihassamiti.wordpress.com

প্রবন্ধ

# কলকাতার সঙ: একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয় নির্মাণের ইতিবৃত্ত

রজতকান্তি সুর*

*(প্রাপ্ত : ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ খ্রি., মানোন্নীত : ৮ এপ্রিল ২০১৪ খ্রি.)*

**সারসংক্ষেপ**

কলকাতার সামাজিক ইতিহাসের গবেষকদের অনেকের কাছেই কলকাতা শহরের সঙ শহরের দরিদ্র জনসাধারণের সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে স্বীকৃত হয়। কিন্তু ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে কলকাতা শহরের সাংস্কৃতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, কলকাতার সঙকে শুধুমাত্র একটি বর্গের বা শ্রেণির সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মাধ্যম হিসেবে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। সঙের বিষয়ের ব্যাপ্তি তাকে বর্গভিত্তিক পরিচয়ের বাইরে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিচিতি প্রদান করেছে। অন্যদিকে এই ব্যাপ্তি আবার সাধারণ মানুষের থেকে পৃথক করে ক্রমান্বয়ে সঙকে শহরের সংস্কৃতির মানচিত্রে অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। প্রবন্ধে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে সঙের বিবর্তনের বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে কলকাতা শহরের নাগরিক লোকসংস্কৃতির পরিবর্তনের ধারাটির কারণ অনুসন্ধানের প্রয়াস করা হয়েছে।

**সূচকশব্দ**

সঙ, কলকাতা, পথসংস্কৃতি, নাগরিক সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক বিবর্তন।

কলকাতা শহরের সংস্কৃতির আলোচনা সঙকে বাদ দিয়ে করা কার্যত অসম্ভব। ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর কলকাতায় প্রধানত বাংলা বছরের শেষে এই

* গবেষক, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চর্চা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail : rajatkantisur@gmail.com

*ইতিকথা, বর্ষ ২, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৪ খ্রি.* (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ১৫২-১৮২
www.bangiyaitihassamiti.wordpress.com

**প্রবন্ধ**

# দেশ বিভাজনের তিনকুড়ি সাত বছর : ব্যক্তি থেকে সমাজ

আনন্দগোপাল ঘোষ*

*(প্রাপ্ত : ১৭ মে ২০১৪ খ্রি.)*

## সারসংক্ষেপ

দেশ বিভাজন ও স্বাধীনতার তিনকুড়ি সাত বছর পরেও পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের প্রথম প্রজন্ম আজও পৈত্রিক গ্রামের কথা বিস্মৃত হতে পারেনি। পৈত্রিক গ্রামের নামে এই উদ্বাস্তুদের একাংশ তাঁদের নতুন বসতির নাম, বাড়ির নাম, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নাম এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থার নামকরণ করেছেন। এই বিষয় নিয়েই এই লেখা। এটি বর্ণনাধর্মী লেখা, বিশ্লেষণ বা তাত্ত্বিকধর্মী লেখা নয়। এর প্রধান কারণ হল, এরূপ বিষয়ের ওপর কোনো বিবরণধর্মী লেখা চোখে পড়েনি। স্বনামখ্যাত সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসুর বহুল প্রচারিত, আলোচিত ও সংবেদনশীল গ্রন্থ 'ছেড়ে আসা গ্রাম' ও দীনেশ চক্রবর্তীর ইংরেজি লেখার বাংলা অনুবাদ প্রবন্ধ 'বাস্তুহারার স্মৃতি ও সংস্কার ছেড়ে আসা গ্রাম' পড়ার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু এই দুটি লেখার সঙ্গে এ প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর কোনো মিল নেই। এখানে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা যে সামগ্রিকের ছায়া— তা বলার চেষ্টা হয়েছে।

## সূচকশব্দ

উদ্বাস্তু, সম্মিলনী, স্মৃতিচারণা, রিফিউজি, ইস্টবেঙ্গল, পূর্ববঙ্গ।

'দেশভাগের ফলে স্বদেশ থেকে নির্বাসিত। জল, নদী, গয়না নৌকা এবং বর্ষাকাল, তারপর শাপলা আর শালুকের সেই সমারোহ জীবনে আর থাকল না।'

—অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

* প্রফেসর (অবসরপ্রাপ্ত), উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail : bangiyaitihassamiti@gmail.com

*ইতিকথা*, বর্ষ ২, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৪ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ২০৪-২২৪
www.bangiyaitihassamiti.wordpress.com

**প্রবন্ধ**

# জার্মানিতে ভারতীয়দের রাজনৈতিক কার্যকলাপ : ১৯১৪-৪৫

বেঞ্জামিন জাকারিয়া*

*(প্রাপ্ত : ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ খ্রি., সংশোধিত : ৭ অক্টোবর ২০১৪ খ্রি.)*

## সারসংক্ষেপ

এই প্রবন্ধটিতে জার্মানিতে প্রবাসী ভারতীয়দের রাজনৈতিক তৎপরতার নানান দিক তুলে ধরা হয়েছে। ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত করতে একাধিক রাজনৈতিক প্রচেষ্টার সূত্রপাত ঘটে জার্মানি ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে। ১৯১৪ থেকে ১৯৪৫— এই সময়কালটি ভারতীয় তথা বিশ্ব রাজনীতির ইতিহাসের একটি চরম মুহূর্ত। এই সময়ের আন্তর্জাতিক রাজনীতির সঙ্গে সংগতি বজায় রেখে ভারতীয় রাজনৈতিক কর্মীরা, আদর্শগত পার্থক্যের ফলে, নানান গোষ্ঠিতে বিভক্ত হয়ে পড়েন। ভারতীয় বুদ্ধিজীবী ও ছাত্ররা Nationalism, কমিউনিজম, কিংবা ফ্যাসিবাদের দিকে ক্রমশ আকৃষ্ট হতে থাকেন। এই কারণে বার্লিন ও জার্মানির অন্যান্য শহরে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী— উভয় পক্ষই তাঁদের সংগঠন বিস্তার করতে শুরু করেন এবং এই আদর্শগত বিভাজনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ভারতীয় রাজনীতিতে স্থায়ী আকার ধারণ করে। স্বাধীনতা আন্দোলনকে সামনে রেখে বামপন্থা ও দক্ষিণপন্থা, তথা সমাজতন্ত্র ও

* রিসার্চ ফেলো, হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটি, জার্মানি।
e-mail : jachariah.benjamin@gmail.com

**কৃতজ্ঞতা স্বীকার** : এই প্রবন্ধটি লেখককে বাংলায় লিখতে সাহায্য করেছেন মৃগাঙ্ক মুখোপাধ্যায়। এটি প্রকাশিত হওয়ার পিছনে কয়েকজনের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এঁরা হলেন অধ্যাপক সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী, অধ্যাপিকা উত্তরা চক্রবর্তী, অধ্যাপক আশিস সরকার, অধ্যাপিকা ঐন্দ্রিলা সরকার ও অন্যান্য অনেকে। এঁদের প্রত্যেকের কাছে লেখক বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

*ইতিকথা, বর্ষ ২, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৪ খ্রি.* (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ২২৫-২৩৬
www.bangiyaitihassamiti.wordpress.com

**গ্রন্থ সমালোচনা**

# অত্যাধুনিক শহর মুম্বাই ও তার ব্যাধি

সৌমিত্র শ্রীমানী*

*(প্রাপ্ত : ১২ মে ২০১৪ খ্রি.)*

ঔপনিবেশিক ভারতের প্রধান তিনটি শহরের মধ্য অন্যতম হল বোম্বাই বা বর্তমানের মুম্বাই। দীর্ঘ প্রায় সাড়ে তিনশো বছর ধরে নানা ঘটনাকে অবলম্বন করে বেঁচে আছে এই শহর এবং বর্তমান ভারতের প্রধান বাণিজ্য নগরী। আলোচ্য গ্রন্থে সেই শহরের কথা বলতে গিয়ে লেখিকা গুরুত্ব আরোপ করেছেন জমি ও তার ব্যবহারের ওপর। তাঁর ভাষায় "land question dominates all others" (p. xxix) এবং জমিকে কেন্দ্র করেই হাজারো সমস্যা যা এই শহরের প্রধান উপজীব্য। ২৩ জুন ১৬৬১ তারিখে পোর্তুগীজ রাজকুমারীকে বিবাহ করার যৌতুক হিসেবে ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস পূর্বতন এই পোর্তুগীজ উপনিবেশটি লাভ করেন। তখন তার মোট আয়তন ছিল ৪৯.২১ বর্গকিমি এবং লোকসংখ্যা মাত্র ১০ হাজার। ১৯৯৫-তে মুম্বাই-এর আয়তন দাঁড়ায় ৪৩৩৫ বর্গকিমি এবং লোকসংখ্যা দেড় কোটি। অর্থাৎ ৩০০ বছরে এক বিপুল পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে এই শহরে। এইসব বিষয়কে কেন্দ্র করে বহুদিন পূর্বে, ১৯০২-এ এস. এম. এডওয়ার্ডস লিখেছিলেন, The Rise of Bombay : A Retrospect নামক বইটি যাকে বোম্বাই-এর নগরায়ণের এক প্রাথমিক ইতিহাস বলা চলে। এডওয়ার্ডস বোম্বাই-এর বৃদ্ধির পশ্চাতে বেশ কিছু কারণকে সংবলিত করেছিলেন।

কীভাবে ঘটে গেল বোম্বাই-এর পরিবর্তন? উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বস্ত্রকল, রেল ও বন্দর প্রভৃতির কারণে এই শহরে জনসমাগম ঘটতে শুরু করে বলে

---

* অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, পি. এন. দাস কলেজ।
e-mail : sreemani.soumitra@gmail.com